যায়যায়দিন

তারিখ SEP. 10 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এইচএসসির রেজাল্টে অসাধারণ সাফল্য

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসির রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। এবার সারা দেশে গড় পাসের হার শতকরা ৬৫ দশমিক ৬৫ ভাগ। শুধু পাসের হার নয়, সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকেও এবার সৃষ্টি হয়েছে নতুন রেকর্ড। গত বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৫,৫০৯ জন, এবার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে তা ৯,৪৫০ জনে পৌঁছেছে।

এছাড়া ২০০২ সালে পাসের হার ৬০ শতাংশ করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল- তাও এই প্রথমবারের মতো অর্জিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে আশান্বিত হওয়ার মতো।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায়, গত বছরের তুলনায় পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা, বহিষ্কারের সংখ্যা, শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, পাসের হার শূন্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাসহ প্রতিটি সূচকেই বড় ধরনের সাফল্য এসেছে। অন্যবারের তুলনায় নকলের হারও এবার কম ছিল ।

কলেজগুলোর শীর্ষ স্থান অর্জনের লক্ষ্য এবং এজন্য স্টুডেন্টদের প্রতি টিচারদের মনোযোগ, নোট বই-গাইড বই-কোচিং ছেড়ে পাঠ্য বইয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী হওয়ার কারণেই এমন ভালো রেজাল্ট সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সহজ বা উদারভাবে খাতা দেখার প্রসঙ্গ টেনে আনা একেবারেই অবান্তরও অযৌক্তিক। এর মাধ্যমে বরং যারা ভালো রেজাল্ট করেছে তাদেরকে যেমন অবমাননা করা হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতে যারা ভালো রেজাল্ট করতে চায় তাদেরকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এটা দুঃখজনক।

প্রত্যেকেরই উচিত ভালো রেজাল্ট যারা করেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানানো- যাতে আগামীতে যারা পরীক্ষা দেবে তারাও উৎসাহিত হয়। কেননা আজকের প্রজন্মই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে এবং তাদের সাফল্যই দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ওদিকে এতো সফলতার মাঝেও হতাশার কারণ হয়েছে ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেগুলো থেকে একজনও পাস করতে পারেনি। সরকারের উচিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো এবং ব্যর্থতার জন্য দায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থা নেয়া। প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও স্থগিত করে হলেও দেশকে এ ধরনের ব্যর্থতা থেকে মুক্তি দিতে হবে।